উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
ঋষি বঙ্কিম সরনী
বারাসাত

স্মারক নং ৬৬৮ /(এন)/জেড.পি/নিলাম/ তারিখ : ০২/৬/২০১৫

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাচ্ছে যে, বসিরহাট, বারাকপুর ও বারাসাত মহকুমায় অবস্থিত পরিষদের নিম্নলিখিত ফেরী ও পুষ্করিনীগুলি নিলামডাক আগামী ২৩।০৬।১৫ তারিখ বেলা ১২টায় জেলা পরিষদ ভবনের তিতুমীর সভাকক্ষে লিভ ও লাইসেন্সের মাধ্যমে দখল প্রদানের দিন থেকে কমবেশি ৩(তিন) বছরের বন্দোবস্ত দেবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হইবে। আর্নেষ্ঠমানি ও আনুষাঙ্গিক নথিপত্র জমা নেওয়া হবে ২৩।০৬।১৫ তারিখ নিলামের আগে পর্যন্ত।

বসিরহাট মহকুমা

বেলা ১২টায়

ফেরীঘাটের তালিকা (২য় ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	ফেরীঘাটের নাম ও পঃ সমিতি	পরিষদ নির্ধারিত দর	আর্নেষ্টমানি	ইজারা মেয়াদ
১।	তেলিয়া, হাড়োয়া	১,৮৮,০০০=০০	৪৭,০০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
২।	পারঘাটা, হাসনাবাদ	২,৫৭,৮০০=০০	৬৪,৫০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
৩।	বেড়মজুর ফেরী, সন্দেশখালি	১,৯৬,৪০০=০০	৪৯,০০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
৪।	রায়পুর, সন্দেশখালি-২	১,১৪,৫০০=০০	২৮,৬০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
৫।	সন্দেশখালি, সন্দেশখালি-২ (ধামাখালি-সন্দেশখালি সন্দেশখালি-ভাঙাতুষখালি ভাঙাতুষখালি- বড়তুষখালি ধামাখালি)	১৫,০০,০০০=০০	৩,৭৫,০০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
৬।	বিশপুর ফেরীঘাট, হাসনাবাদ	৩০,০০০=০০	৭,৫০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮

(প্রথম ডাক)

১।	ইটিন্ডা ফেরীঘাট	৬,২০,৮০০=০০	১,৫৫,০০০=০০	৩১শে মার্চ ২০১৮

পুষ্করিনীর তালিকা (২য় ডাক)

ক্রমিক নং	পুষ্করিনির নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমান	ইজারার মেয়াদ
১।	ধরমবেড়িয়া, হাসনাবাদ	৩৯,৭০০=০০	৯,৯০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
২।	হিজলা মামুদপুর, বসিরহাট-১	৯৪,০০০=০০	২৩,৫০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
৩।	বেলতলা মামুদপুর, হিঙ্গলগঞ্জ	৪৩,৭০০=০০	১০,৯০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
৪।	ইন্দ্রালী, হাড়োয়া	৩৪,৭৫০=০০	৮,৭০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
৫।	কোটালবেড়িয়া, বাদুড়িয়া	৩০,৮০০=০০	৭,৭০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
৬।	তাজপুর, বসিরহাট-১	৭৯,৫০০=০০	১৮,০০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮
৭।	শ্বেতপুর পুষ্করিনী, বসিরহাট-১	৫৭,০০০=০০	১৪,৩০০=০০	৩১ শে মার্চ ২০১৮

বারাকপুর মহকুমা (২য় ডাক)
বেলা ২টায়

ক্রমিক	পুষ্করিনির নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমান	ইজারার মেয়াদ
১।	ফিঙ্গা, বারাকপুর-২	৯৯,০০০=০০	২৪,৮০০=০০	মার্চ ২০১৮
২।	নাগদা, বারাকপুর-১	৮,৩০০=০০	২,১০০=০০	মার্চ ২০১৮
৩।	বাসুদেবপুর, বারাকপুর-১,	২৪,২০০=০০	৬,০০০=০০	মার্চ ২০১৮
৪।	মামুদপুর, বারাকপুর-১	১,৮২,০০০=০০	৪৫,৫০০=০০	মার্চ ২০১৮
৫।	মহিষপোতা, বারাকপুর-২	৫৩,০০=০০	১৩,৩০০=০০	মার্চ ২০১৮
৬।	পানপুর ট্যাঙ্ক, বারাকপুর-১	১,৮২,০০০=০০	৪৫,৫০০=০০	মার্চ ২০১৮
৭।	ছোট বধুরিয়া, বারাকপুর-১	১,৭১,০০০=০০	৪২,৭০০=০০	মার্চ ২০১৮

বারাসাত মহকুমা (২য় ডাক)
বেলা ৩ টায়

ক্রমিক নং	পুষ্করিনির নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমান	ইজারার মেয়াদ
১।	গোরাইনগর, দেগঙ্গা	১,০৫,৯২০=০০	২৬,৫০০=০০	মার্চ ২০১৮
২।	বিশ্বাসহাটি, বেলতলা, হাবড়া-২	২০,৭৮৮=০০	৫,২০০=০০	মার্চ ২০১৮

বি. আচার্য্য
জেলা বাস্তুকার
উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

স্মারক নং ৪৩৮/১(৫৫) /(এন)জেড.পি

তাং- ০২/৬/২০১৫

পত্রের অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও বহুল প্রচারের জন্য প্রেরিত হলঃ-

১। অধ্যক্ষ, জেলা কাউন্সিল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
২। সচিব, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
৪। অর্থ নিয়ন্ত্রক ও মুখ্য গনন আধিকারিক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
৫। মহকুমা শাসক, বসিরহাট মহকুমা, উত্তর ২৪ পরগনা।
৬। কর্মাধ্যক্ষ, বন-ও-ভূমি স্থায়ী সংস্কার সমিতি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
৭। কর্মাধ্যক্ষ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সংস্কার সমিতি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
৮। কর্মাধ্যক্ষ, খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
৯। কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
১০। নির্বাহী বাস্তুকার, বসিরহাট ডিভিশন, উত্তর ২৪ পরগনা।
১১-১৮। সভাপতি, ...পঃ সমিতি।
১৯-২৬। প্রধান ....গ্রাম পঞ্চায়েত।
২৭-৩৪। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক,..পঃ সমিতি।
৩৫-৪২। নির্বাহী আধিকারিক, ...পঞ্চায়েত সমিতি, পত্রে উল্লেখিত দিন, সময় ও স্থানে নীলামডাকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার সংবাদ সংশ্লিষ্ট সকল প্রধান মহাশয়ের গোচরে আনার এবং সংশ্লিষ্ট খেয়াঘাট ও পুকুরঘাটগুলিতে পরিষদের প্রেরিত বিজ্ঞাপনটি টাঙানোর ব্যবস্থা গ্রহনের ও ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য অনুরোধ করছি ।
৪৩। আপ্ত সহায়ক, সভাধিপতি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
৪৪। আপ্ত সহায়ক, অপর নির্বাহী আধিকারিক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
৪৫। সহঃবাস্তুকার, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ, আপনাকে নীলামডাকের দিন উপস্থিত থাকার অনুরোধ করছি। এছাড়াও সমস্ত খেয়াঘাট ও পুকুরঘাটের সন্নিকট অঞ্চলে মাইক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করতে অনুরোধ করছি। সংশ্লিষ্ট খরচের বিল অত্র অফিসে পাঠালে প্রদান করা হবে।
৪৬-৫৩। ....আপনি পরিষদের ....পুষ্করিনীর/খেয়াঘাটের ইজারাদার। পত্রে উল্লোখিত সুচিনুযায়ী নীলামডাক নির্ধারিত হয়েছে। আপনি ইচ্ছুক থাকলে ডাকে অংশগ্রহন করতে পারেন।
৫৪। ....আপনি ইচ্ছুক থাকলে ডাকে অংশগ্রহন করতে পারেন।
৫৫। ....আপনার অবগতির জন্য।

জেলাবাস্তুকার
উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

সংযোজনীঃ ফেরীঘাট নীলাম বিজ্ঞপ্তি নং ৫৬৮/(এন)জেড.পি/নিলাম, তারিখঃ ০২/৬/২০১৫

ক) নিলামে অংশগ্রহনের যোগ্যতাঃ-

১। জেলার স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে নিলামে অংশগ্রহনের জন্য সচিত্রভোটারের পরিচয় পত্র, রেশনকার্ড, প্যানকার্ড (৫০,০০০ টাকার উর্দ্ধের ডাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অথবা জেলায় অবস্থিত বিধিবদ্ধ পার্টানারশিপ কোম্পানী অথবা জেলায় অবস্থিত ও স্বর্নজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (বর্তমানে আনন্দধারা) প্রকল্পে অন্তত প্রথম গ্রেড পাশ স্বয়ম্ভর গোষ্টি হবেন এবং আমানতের অর্থসহ নিলাম ডাকের আগে পর্যন্ত ডাকগ্রহনকারীগনের নিকট জমা দিতে হবে।

২। আমানতের অর্থ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ডাকের ক্ষেত্রে নগদে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে জমা দেওয়া যাবে। ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্ধের ডাকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফট "North 24-Parganas Zilla Parishad" এর নামে তৈরী করতে হবে এবং এই ব্যঙ্ক ড্রাফট যা কলকাতাস্থিত রাষ্ট্রায়াত ব্যঙ্কের যে কোন শাখায় ভাঙানো যাবে।

৩। নীলামডাকে অংশগ্রহনের জন্য নির্দিষ্ট বয়ানে ১০ টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে নোটারী প্রত্যায়িত হলফনামা জমা দিতে হবে। হলফনামার বয়ান সংযোজিত হল।

খ) নিলামে অংশগ্রহনের অযোগ্যতাঃ-

১। অংশগ্রহনকারী ব্যক্তি অথবা সংস্থার পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট ত্রিস্তর পঞ্চায়েত সংস্থার কোন সদস্য অথবা আধিকারিকের নিকটাত্মীয় (যথা স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা) হলে।

২। আর্থিকভাবে 'ইনসলভেন্ট' ঘোষিত হলে।

৩। ইতিপূর্বে জেলা পরিষদ দ্বারা প্রাপ্ত কোনো দায়িত্ব পালনে শর্ত ভঙ্গ হয়ে থাকলে।

৪। অসম্পূর্ণ অথবা ভুল তথ্য দেওয়া হলে।

৫। উপরে উল্লোখিত 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতাবলীর অধিকারী না হয়ে থাকলে।

৭। নিলামে অংশগ্রহণকারী প্রথম বা দ্বিতীয় ডাকদাতা বিবেচিত হওয়ার পর ডাকের টাকা জেলা পরিষদে নির্দিষ্ট দিনে জমা দিতে অসর্মথ হলে, সেই সময় থেকে পরবর্তী এক বছর পর্যন্ত তিনি/তাঁরা নিলামে অগশগ্রহন করতে পারবেন না।

গ) শর্তাবলীঃ-

১। নীলাম কক্ষে নির্ধারিত সময়ে (নীলামের ন্যূনতম ডাকদাতার সংখ্যা পূরন না হলে যুক্তিসঙ্গত বিলম্ব, যা ০১:০০ ঘন্টার বেশি হবে না, জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলে মাফ করতে পারেন) উপস্থিত হলে ও উপরোক্ত নথিপত্র পেশ করলে/ আগে পেশ করা থাকলে তা মিলিয়ে দেখে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলে নীলামে অংশগ্রহনের অনুমতি দেবেন।

২। ইচ্ছুক ডাকদাতাকে নিলাম ডাকের উল্লোখিত ফেরীর/পুষ্করিনির পার্শ্ববর্ণিত পরিমাণ অর্থ আমানত বাবদ (আর্নেস্ট মানি) জমা রাখতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ডাককারী ব্যতিরেকে অন্যান্য ডাককারীদের আমানতের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। উল্লেখ থাকে যে, উক্ত আমানতের টাকা যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কোলকাতা শাখায় ভাঙ্গানো যাবে এমন 'ব্যাঙ্ক ড্রাফট' -এর মাধ্যমে পরিষদের নামে জমা করতে হবে।

৩। প্রথমবার নিলামের ক্ষেত্রে অন্ততঃ তিনজন আইনানুগ ডাক দাতার উপস্থিতি বাধ্যতামুলক।

৪। নিলামে নূন্যতম ১০০০ (এক হাজার) টাকা বাড়িয়ে ডাকদাতাগনকে প্রতিবার ডাক দিতে হবে।

৫। প্রত্যেক বৈধ অংশগ্রহনকারীর পক্ষে মাত্র একজন নীলাম কক্ষে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৬। সংশ্লিষ্ট ফেরীঘাট/পুষ্করিনির নীলামের সমাপ্তি ঘোষিত হওয়ার পরে পরবর্তী ৫(পাঁচটি) কাজের দিনের মধ্যে পরিষদ কতৃক সর্ব্বোচ ডাকদাতার নাম পরিষদ ভবনে বিজ্ঞাপিত হবে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তী ৫ (পাঁচটি) কাজের দিনের মধ্যে ডাকে আমানত বাবদ জমা দেওয়া অর্থ ছাড়া ডাকের অর্থের ২৫ শতাংশ টাকা দুপুর ২ টার মধ্যে ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে (যা কলকাতাস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায় ভাঙ্গানো যাবে) বা নগদে জেলা পরিষদে জমা দিতে হবে। আমানত বাবদ জমা দেওয়া ২৫% ও ডাকের ২৫% অর্থ নির্দিষ্ঠ সময়ে জমা হবার পর সাময়িকভাবে শর্তসাপেক্ষে ডাকদাতাকে ৬(ছয়) মাসের জন্য সাময়িকভাবে ফেরী ও পুষ্করিনির পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হবে। ডাক মূল্যের অবশিষ্ট টাকা (আর্নেষ্টমানি ও ১ম কিস্তি বাদ দিয়ে) এই ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ডাক দাতা নগদে/ব্যাঙ্ক ড্রাফটে যেকোন কাজের দিন পরিষদে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। নির্দিষ্ট সময়ে এই অর্থ জমা না হলে পরিষদ কতৃপক্ষ কোনো কারন ছাড়াই ঐ ডাক বাতিল করবে।

৭। সর্বোচ্চ ডাকদাতা সমুদয় টাকা উল্লিখিত শর্তানুযায়ী জমা দিতে না পারলে ডাকদাতার জমা রাখা আমানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এবং ফেরী/পুষ্করিনী পরিচলানোর অনুমতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

৮। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ডাকদাতাই ডাকের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিতে অসমর্থ হলে ফেরীঘাট বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জেলা পরিষদ যথাসময়ে গ্রহন করবে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নিলামে অংশগ্রহনকারী ব্যক্তি/সংস্থা কোন দাবী বা আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

৯। জেলা পরিষদের অপর নির্বাহী আধিকারিক দ্বারা মনোনীত আধিকারিক/কর্মী নিলামে প্রদত্ত দর লিপিবদ্ধ করবেন।

১০। লাইসেন্স প্রাপকের জমা থাকা 'আর্নেষ্ট মানি' মোট ডাক মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

১১। লাইসেন্স প্রাপকে নিজব্যয়ে দখলের মেয়াদ শুরুর প্রথম দিনেই কবুলিয়তের শর্ত অনুযায়ী নৌকা, মাঝি-মাল্লা, ইত্যাদির সংস্থান করতে হবে ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নৌকার ভিতরে ও ঘাটে প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অথবা জেলা পরিষদের প্রতিনিধি বিষয়টি পরীক্ষা করবেন। লাইসেন্স প্রাপকের গৃহীত ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হলে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে লাইসেন্স প্রাপকের বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা ও অন্যান্য ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।

১২। লাইসেন্স প্রাপকের ঘাটের স্থায়ী পরিকাঠামো যথাযথ রক্ষনাবেক্ষন ও জেটি তথা জেটি পথের ব্যবস্থা নিজ ব্যয়ে করতে হবে যে ফেরীঘাট ও নদীর ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে নিলাম হয়েছে এবং নিলামকালীন পরিস্থিতি পরবর্তীকালে বদল হলে তার দায় জেলা পরিষদের উপর বর্তাবে না।

১৩। সর্বোচ্চ ফেরী মাশুল জেলা পরিষদের উপবিধি বা প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ভাড়া মাশুলের তালিকা সংযোজিত হল।

১৪। যাত্রী মাশুল সংক্রান্ত ও অন্যান্ন কোন সমস্যা দেখা দিলে তা প্রশাসনিক স্তরে সমাধানের উদ্যোগে নিতে হবে। ইজারাদার এ বিষয়ে জেলা পরিষদে কোনও অভিযোগ দায়ের করলে তা প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৫। সংশ্লিষ্ট ফেরীঘাটের পারাপারের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের নির্ধারিত ভাড়া অনুযায়ী টোল আদায় করতে লাইসেন্স প্রাপক বাধ্য থাকবে।

১৬। খেয়াঘাটের দুপাশে লাইসেন্স প্রাপককে নিজ খরচায় পর্যাপ্ত আলো, জল এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭। ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ন হইবার পর ফেরী/পুস্করিনীর পূর্ণ খাস দখল জেলা পরিষদের অনুকুলে বর্তাইবে।

১৮। ফেরী ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব লাইসেন্স প্রাপকের। পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কোন নিয়মাদি থাকিলে তাহা ইজারাদার স্থানীয় নিয়ম হিসাবে পালন করবেন।

১৯। লীজ গ্রহীতা নৌকার আয়তন অনুযায়ী ভারবহন ও লোকপারাপার করাবেন। অতিরিক্ত ভারবহন বা লোকবহনের জন্য কোন দূর্ঘটনা ঘটিলে লাইসেন্স প্রাপক তার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

২০। লীজ গ্রহীতা কোনরুপ বেআইনি দ্রব্য পারাপার ও পাচারের কাজে লিপ্ত হলে তার ডাক বা ইজারার মেয়াদ সাথে সাথে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

২১। নদীর কোন একপাড় থেকে অন্য পাড়ে যাবার জন্য যাত্রী অপেক্ষমান থাকিলে সর্বাধিক ৩০ মিনিটের ব্যবধান ফেরী চালাতে হবে এবং কোনো স্পেশাল ফেরী চালানো যাবে না। দিনের প্রথম ও শেষ ফেরীর সময়, লোকসংখ্যা ও মালের ওজন অমান্য করা যাবে না। দিনের প্রথম ফেরী সাধারন ভাবে অন্ততঃপক্ষে সকাল ৫টায় শুরু করতে হবে এবং শেষ ফেরী অন্তত রাত ৯ টা অবধি চালাতে হবে। তবে কোন বিশেষ অবস্থায় বা জরুরী প্রয়োজনে বা নির্বাচন চলাকালীন এই সময়সীমা দীর্ঘায়িত হতে পারে।

২২। ইজারাদার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফেরীর/পুষ্করিনির পুনঃবন্দোবস্ত দিলে অথবা এই নোটিশে বর্ণিত কোনো শর্ত ভঙ্গ বা অমান্য করে ডাকে অংশ নিয়ে ইজারা লাভ করলে ইজারা বাতিল ও দখল নামা প্রত্যাহার করে নেবার ক্ষমতা জেলা পরিষদে থাকবে। এ ক্ষেত্রে ডাকের জমা অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ন বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা জেলা পরিষদের থাকবে।

২৩। ইজারা দান সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা জেলা পরিষদের উপবিধি বা সিদ্ধান্ত সকল পক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে। ইজারা দান সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার জন্য ইজারাদারকে প্রথমে নিলাম কমিটির কাছে লিখিত আবেদন জানাতে হবে।

২৪। নিলামের সময় থেকে ইজারার মেয়াদকালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত আদালতের অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত আদেশনামা জারি হলে, তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইজারাদার জেলা পরিষদের উপর কোনো আর্থিক দায় চাপাতে পারবে না।

২৫। ফেরী চালানোর কাজে দেশের বর্তমান পরিবেশ আইন/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ ভঙ্গ করে পরিবেশ দূষন (জল দূষন সহ) না ঘটে তা সুনিশ্চিত করবার দায়িত্ব লাইসেন্স প্রাপকের। যন্ত্রচালিত নৌকার ক্ষেত্রে কেবল অনুমোদিত জ্বালানী (ডিজেল) ই ব্যবহার করা যাবে এবং কোনো ভাবেই জ্বালানী তেল বা তার বর্জ্য নদীর জলে না মেশে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য বর্জ্য জ্বালানী তেল নিষ্কাশন ও সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনো নিয়মাদি থাকলে তা মেনে উক্ত বর্জ্য যথোপযুক্ত ভাবে Disposal এর দায়িত্ব লাইসেন্স প্রপকের।

২৬। পুষ্করিনির ক্ষেত্রে দখলপ্রাপ্ত পুকুরের পাড়, বৃক্ষাদির রক্ষনাবেক্ষন ইজারাদারের উপর বর্তাবে। গাছ কাটা বা পুকুরপাড় দখলের ঘটনার জন্য লাইসেন্স প্রাপকের গাফিলতি প্রমানিত হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

২৭। মেয়াদকাল শেষ হবার পূর্বে বিশেষ পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদ মেয়াদসীমা হ্রাস অথবা বন্দোবস্ত প্রত্যাহার করে নিতে পারবে এবং এক্ষেত্রে বাকী সময়ের জন্য ইজারা মূল্য আনুপাতিক হারে জেলা পরিষদকে ফেরত দেবে।

হলফনামা

আমি শ্রী/শ্রীমতি..বয়স.................................বছর, পিতা/স্বামী ....বাস গ্রাম ....পোঃ ...., থানা ...., জেলা ...., পেশা ...., ধর্ম.................................. ব্যক্তিগত ভাবে এবং .... (সংস্থার নাম) এর দায়িত্ব প্রাপ্ত পদাধিকারী ....উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের স্মারক নং ....তারিখ...এর অধিনে প্রকাশিত নিলাম বিজ্ঞপ্তির অধীনে বর্ণিত সকল বিষয় ও শর্তাবলী পাঠ করিয়াছি ও ইহার মর্মার্থ অনুধাবন করিয়াছি কবুল করিতেছি যে, আমি/আমার সংস্থা নিলামে অংশ গ্রহনের জন্য এবং ইজারার জন্য নির্বাচিত হইলে তাহা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতার অধিকারী এবং কোনোভাবেই ইহার অযোগ্য নহি ও নহে এবং একই সঙ্গে এই মর্ম্মে অঙ্গীকার করিতেছি, লিভ ও লাইসেন্স লাভ করিলে আমি ও আমার সংস্থা উক্ত নিলাম বিজ্ঞপ্তির সকল শর্ত মেনে নিয়ে প্রচলিত যাত্রী ভাড়া আদায় করিতে বাধ্য থাকিব। কোনরূপ শর্ত ভঙ্গ হ ইলে বিজ্ঞপ্তরি শর্ত এবং প্রচলিত আইনানুসারে শাস্তি/জরিমানা (লাইসেন্স প্রত্যাহার সহ) মেনে নিতে বাধ্য থাকিব।

....

....

....

স্থানে...তারিখে.......................................।

সাক্ষী স্বাক্ষর করিলাম

নাম ঠিকানা স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
ঋষি বঙ্কিম সরনী,
বারাসাত

পরিষদের অধীনস্ত ফেরীঘাট সমূহের সংশোধিত ভাড়ার তালিকা (অর্থ স্থায়ী সমিতির ০৫/০২/১৪ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	খেয়াঘাটের নাম	পঞ্চায়েত সমিতি/থানা	পারাপারের মূল্য
১.	তারাগুনিয়া ফেরী	বাদুড়িয়া	১.০০ টাকা
২.	লক্ষীনাথপুর ফেরী	বাদুড়িয়া	১.০০ টাকা
৩.	বাজিতপুর ফেরী	বাদুড়িয়া	১.০০ টাকা
৪.	স্বরুপনগর ফেরী	স্বরুপনগর	১.০০ টাকা
৫.	তরনীপুর শ্রীনাথপুর ফেরী	স্বরুপনগর	১.০০ টাকা
৬.	গোকুলপুর ফেরী	স্বরুপনগর	১.০০ টাকা
৭.	তেলিয়া ফেরী	হাড়োয়া	১.০০ টাকা
৮.	ইটিন্ডা ফেরী	বসিরহাট- ১	১.০০ টাকা
৯.	ভবানীপুর-ভুরকুন্ডা ফেরী	হাসনাবাদ	১.০০ টাকা
১০.	বিশপুর ফেরী	হিঙ্গলগঞ্জ	১.০০ টাকা
১১.	বেড়মজুর ফেরী	সন্দেশখালি- ১	১.০০ টাকা
১২.	সন্দেশখালি ফেরী	সন্দেশখালি- ১	১.০০ টাকা
১৩.	সাতকেওড়া, জেলিয়াখালি-চড় বিদ্যাধরী	সন্দেশখালি- ১	১.০০ টাকা
১৪.	জেলিয়াখালি ফেরী, দ্বারিক জঙ্গল	সন্দেশখালি- ১	১.০০ টাকা
১৫.	বৌ-ঠাকুরাণী ভোলা-খাল ফেরী	সন্দেশখালি- ১	১.০০ টাকা
১৬.	বড়-সেহেরা ফেরী	সন্দেশখালি- ১	১.০০ টাকা
১৭.	রায়পুর ফেরী	সন্দেশখালি- ১	১.০০ টাকা
১৮.	ঘাটিহারা ফেরী	সন্দেশখালি- ১	১.০০ টাকা
১৯.	বাউনিয়া ফেরী	সন্দেশখালি-১	১.০০ টাকা
২০.	পারঘারা ফেরী	হাসনাবাদ	১.০০ টাকা
২১.	বাংলানী	বনগা	১.০০ টাকা
২২.	ভুলাট ফেরী	বনগা	১.০০ টাকা
২৩.	মোল্লাহাটী ফেরী	বনগা	১.০০ টাকা
২৪.	বাগান গ্রাম ফেরী	বনগা	১.০০ টাকা
২৫.	কাচী কাটা ফেরী	বনগা	১.০০ টাকা
২৬.	বাজিতপুর ফেরী	বাগদা	১.০০ টাকা

ক। এছাড়া যাত্রীযুক্ত সাইকেল (প্রতি)ঃ ২.০০ টাকা।
খ। প্রতিটি গবাদি পশুঃ ৫.০০ টাকা।
গ। আরোহীসহ মোটর সাইকেলঃ ৪.০০ টাকা (প্রতিবার)।
ঘ। প্রতিটি ভ্যানঃ ৩.০০ টাকা (প্রতিবার)।
ঙ। এক থেকে দেড় মণ ওজনের ঝুড়ি/বস্তাঃ ৩.০০ টাকা প্রতিবারের পারাপার মূল্য।
চ। দেড় মণ ওজনের অতিরিক্ত মনপিছুঃ ২.০০ টাকা।

বি. আচার্য্য
জেলা বাস্তুকার
উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ